"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা কাণ্ডারী হয়ে এসেছেন তোমাদের সকলের জীবন রূপী নৌকাকে বিষয় বৈতরণী থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যেতে, তোমাদের এখন এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেরই পার্টকে দেখেও কারোরই নিন্দা করতে পারো না - কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা তোমরা জানো যে, এ হলো অনাদি পূর্ব নির্মিত ড্রামা, এতে প্রত্যেক অ্যাক্টর তার নিজের - নিজের পার্ট প্লে করছে। কারোরই কোনো দোষ নেই। এই ভক্তিমার্গও আবারও পাস হতে হবে, এতে এতটুকুও চেঞ্জ হতে পারে না।

*প্রশ্নঃ - কোন্ দুটি শব্দে সমগ্র চক্রের জ্ঞান সমাহিত আছে?

*উত্তরঃ - আজ আর কাল। কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম, আজ ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে নরকে পৌঁছেছি, কাল পুনরায় স্বর্গে যাবো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে, যেখান থেকে আসে, সেখানে যখন নিজের সেন্টারে থাকে, তখন তো এমনটা বুঝতে পারবে না যে আমরা উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সম্মুখে বসে আছি। তিনিই আমাদের টিচারও, আবার তিনিই আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে পারে নিয়ে যান, যাঁকে গুরু বলা হয়। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি, তিনি আমাদের বিষয় সাগর থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান। পারে নিয়ে যাওয়া বাবা সম্মুখে বসে আছেন, তিনি সেই একজনই, শিববাবার আত্মা, যাঁকে সুপ্রীম বা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বলা হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিববাবার সামনে বসে আছি। তিনি এই ব্রহ্মার শরীরে বসে আছেন, তিনিই তোমাদের পারে নিয়ে যান। তাঁর তো শরীর রূপী রথ অবশ্যই প্রয়োজন। না হলে তিনি শ্রীমৎ কিভাবে দেবেন? বাচ্চারা, তোমরা এখন নিশ্চিত যে - বাবা আমাদের যেমন বাবা, তেমনই শিক্ষকও, আবার তিনিই পারে নিয়ে যান। আমরা আত্মারা এখন আমাদের নিজের গৃহ শান্তিধামে যাবো। সেই বাবা আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন। ওখানে সেন্টারে বসা আর এখানে সম্মুখে বসার মধ্যে রাত - দিনের তফাৎ। ওখানে এমন বুঝতে পারবে না যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি। এখানে সমস্ত অনুভব আসে। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। যিনি পুরুষার্থ করান, তাঁর তো খুশীই থাকবে। আমরা এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। নাটকের অ্যাক্টর যেমন বুঝতে পারে যে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা এখন এসেছেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে। তিনি এও বোঝান, তোমরা কিভাবে ঘরে ফিরে যেতে পারো, তিনি যেমন বাবাও, তেমনি নৌকা পারকারী কাণ্ডারীও। যদিও ওরা গান গেয়ে থাকে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না যে, নৌকা কাকে বলা হয়, এই শরীরকে কি নিয়ে যাবেন? বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাকে তিনি পারে নিয়ে যান। আত্মা এখন এই শরীরের সঙ্গে এই বেশ্যালয়ের বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছে। আমরা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, আমাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকে পেয়েছি। তোমাদের রাজধানী ছিলো, যা মায়া রাবণ সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই রাজধানী পুনরায় অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে। অসীম জগতের বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো। ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের ক্ষীর সাগরে আসতে হবে এ হলো বিষ সাগর, ওখানে হলো ক্ষীরের সাগর আর মূল বতন হলো শান্তির সাগর। এই তিন ধাম রয়েছে। এটা তো হলো দুঃখ ধাম।

বাবা বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। কে তোমাদের বলছেন, তিনি কার দ্বারা বলেন? সারাদিন 'মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চা' বলতে থাকেন। এখন তোমাদের আত্মা পতিত, তাই শরীরও এমনই পাবে। এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা পাকা সোনার গয়না ছিলাম, এরপর খাদ পড়তে পড়তে নকল হয়ে গেছি। এখন এই খাদ কিভাবে নির্গত হবে, তাই এ হলো স্মরণের যাত্রার ভাট্টি। অগ্নিতে সোনা তো পাকা হয়, তাই না। বাবা বার বার বোঝান, আমি এই যে বোঝাই, যা আমি তোমাদের দিই, প্রতি কল্পে আমি তা দিয়ে এসেছি। এ আমার পার্ট, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে এসে বলি, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও। সত্যযুগেও তোমাদের আত্মা পবিত্র ছিলো, শান্তিধামেও পবিত্র আত্মারাই থাকে। সে তো হলো আমাদের গৃহ। কতো মিষ্টি গৃহ। যেখানে যাবার জন্য মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে। বাবা বোঝান যে, এখন সবাইকে যেতে হবে, তারপর আবার পার্ট প্লে করার জন্য আসতে হবে। এ তো বাচ্চারা বুঝেছেই। বাচ্চারা যখন দুঃখী হয় তখন বলে - হে ভগবান, আমাকে তোমার কাছে নাও। আমাকে এখানে দুঃখে কেন

ফেলে রেখেছো । তারা জানে যে, বাবা পরমধামে থাকেন । তাই বলে - হে ভগবান, আমাকে পরমধামে ডেকে নাও । সত্যযুগে কিন্তু এমন কথা বলবে না । ওখানে তো কেবল সুখই সুখ । এখানে তো অনেক দুঃখ, তাই তো ডাকে - হে ভগবান ! আত্মার তো স্মরণ থাকে কিন্তু ভগবানকে সম্পূর্ণ জানেই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো । বাবা থাকেন পরমধামে । মানুষ তার ঘরকেই মনে করে । এমন কখনোই বলবে না যে, রাজধানীতে ডাকো । রাজধানীর জন্য কখনোই বলবে না । বাবা তো রাজধানীতে থাকেনও না । তিনি শান্তিধামে থাকেন । সকলেই শান্তি কামনা করে । পরমধামে ভগবানের কাছে তো অবশ্যই শান্তি থাকবে, যাকে মুক্তিধামও বলা হয় । সে হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, যেখান থেকে আত্মারা আসে । সত্যযুগকে ঘর বলা হবে না, সে হলো রাজধানী । এখন তোমরা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছো । এখানে এসে সামনে বসেছো । বাবা তোমাদের সঙ্গে 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে কথা বলেন । তিনি বাবার রূপে তোমাদের 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে ডাকেন, আবার টিচার হয়ে সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য বা হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, মূলবতন হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর । সূক্ষ্মবতন হলো দিব্যদৃষ্টির ব্যাপার । বাকি সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ তো এখানেই হয় । তোমরা অভিনয়ও এখানেই করো । সূক্ষ্মবতনে কোনো অভিনয় হয় না । এ হলো সাক্ষাৎকারের কথা । কাল আর আজ - এ কথা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত । কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আজ এই নরকে এসেছি । বাবাকে এই নরকেই ডাকা হয় । সত্যযুগে তো অগাধ সুখ থাকে তাই কেউ সেখানে বাবাকে ডাকেই না । এখানে তোমরা শরীরে আছো, তাই কথা বলো । বাবাও বলেন - আমি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, কিন্তু কিভাবে তা তোমাদের শোনাবো! এ তো চিন্তা করার মতো কথা, তাই লেখা রয়েছে - বাবা রথ নেন । তিনি বলেন, আমার জন্ম তোমাদের মতো নয় । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । তিনি এই রথেরও পরিচয় দেন । এই আত্মাও নাম - রূপ ধারণ করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এই সময় সকলেই শিশু কারণ তারা বাবাকেই জানে না । তাই সকলেই হলো বালক - বালিকা । নিজেদের মধ্যে তারা যখন লড়াই করে তখন তো বলে - তোমরা ছেলে - মেয়েরা, লড়াই ঝগড়া কেন করছো? বাবা তাই বলেন, আমাকে তো সবাই ভুলে গেছে । আত্মাকেই বালক - বালিকা বলা হয় । লৌকিক বাবাও এমন বলেন, অসীম জগতের বাবাও বলেন, ছেলে - মেয়েরা, তোমাদের অবস্থা এমন কেন? তোমরা কি অনাথ? বাবা মা নেই? তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ডেকে এসেছো, তাঁর জন্য মানুষ বলে দেয়, তিনি নুড়ি - পাথরে সবেতে আছেন । বাবা এখন তোমাদের সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি । এই বাবাই আমাদের পড়ান । আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে তিনিই পারে নিয়ে যান, কেননা এই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে । তাই বলা হয়, একে পার করো আর আমাদের নতুন নৌকা দাও । এই পুরানো নৌকা হলো বিপদজনক । কোথায় গিয়ে রাস্তায় ভেঙে পড়ে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় । তাই তোমরা বলো, আমাদের এই নৌকা পুরানো হয়ে গেছে, এখন আমাদের নতুন দাও । এই শরীরকে বস্ত্রও বলা হয় আবার নৌকাও বলা হয় । বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের তো এই রকম (লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো) শরীর চাই ।

বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গবাসী হতে চাও? প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমাদের এই বস্ত্র পুরানো হয় । তখন আমি আবার নতুন প্রদান করি । এ হলো আসুরী বস্ত্র । আত্মাও এখন আসুরী । মানুষ যখন গরীব হয় তখন বস্ত্রও তো গরীবদেরই পরিধান করবে । বিত্তবান হলে বস্ত্রও বিত্তবানদেরই পরিধান করবে । এই কথা এখন তোমরাই জানো । এখানে তোমাদের এই নেশা থাকে যে, আমরা কার সামনে বসে আছি । সেন্টারে যখন তোমরা থাকো, তখন তোমাদের এই অনুভূতি আসবে না । এখানে সামনে বসে থাকলে অনেক খুশী হয়, কেননা বাবা ডায়রেক্ট বসে বোঝান । এখানে কেউ বোঝাতে থাকলে বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় ছুটতে থাকবে । বলা হয় না - বৈষয়িক চিন্তায় ফেঁসে রয়েছে । সময় কোথায় পাবে? আমি এখন তোমাদের বোঝাচ্ছি । তোমরাও বুঝতে পারো যে - বাবা এই মুখের দ্বারা আমাদের বোঝান । এই মুখেরও কতো মহিমা । মানুষ গোমুখের থেকে অমৃত পান করার জন্য কোথায় না কোথায় গিয়ে ধাক্কা খায় । তারা কতো পরিশ্রম করে যায় । মানুষ বুঝতেই পারে না যে, এই গোমুখ কি? কতো বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ওখানে যায়, এতে লাভ কি? আরো বেশী করে সময় নষ্ট হয় । বাবা বলেন, এই সূর্যাস্ত ইত্যাদি কি দেখবে? এতে তো কোনো লাভই নেই । লাভ একমাত্র এই ঈশ্বরীয় পড়াতেই হয় । গীতাতে তো পড়াশুনাই রয়েছে, তাই না । গীতাতে কোনো হঠযোগ ইত্যাদির কথা নেই । ওখানে তো রাজযোগ আছে । তোমরা এখানে এসেছো রাজত্ব নেওয়ার জন্য । তোমরা জানো যে, এই আসুরী দুনিয়ায় তো কতো লড়াই - ঝগড়া ইত্যাদি রয়েছে । বাবা তো আমাদের যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । দেব - দেবীদের হাতে অস্ত্র - শস্ত্র দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই । কালীকে দেখো, কতো ভয়ানক তৈরী করে দিয়েছে । এই সবই তারা নিজের মনের ভ্রান্তিতে বসে বসে বানিয়েছে । দেবীরা

এমন ৪ বা ৮ হাতের হয়ই না । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । বাবা তাই বোঝান - এ হলো অসীম জগতের নাটক । এখানে কারোরই কোনো নিন্দা ইত্যাদির কথা নেই । এই অনাদি নাটক হলো পূর্ব নির্মিত। এতে কোনো কিছুর তফাৎ হয় না । জ্ঞান কাকে বলা হয় আর ভক্তি কাকে বলা হয় - এ কথা বাবাই বোঝান । তবুও তোমাদের ভক্তিমার্গকে পাস করতে হবে । এমনভাবেই তোমরা আবার ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে ঘুরতে নীচে আসবে । এ হলো অনাদি পূর্ব নির্মিত এক বড়ই সুন্দর নাটক, যা বাবা তোমাদের বোঝান । এই ড্রামার রহস্যকে বুঝতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । ওয়ান্ডার তাই না । ভক্তি কিভাবে চলে আর জ্ঞান কিভাবে চলে, এই খেলা অনাদি পূর্ব নির্মিত রয়েছে । এতে কোনোই চেঞ্জ হওয়া সম্ভব নয় । ওরা তো বলে দেয়, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। এ হলো সঙ্কল্পের দুনিয়া, যার মনে যা আসে, তাই বলতে থাকে । এ তো পূর্ব নির্মিত এক খেলা । মানুষ তো বায়োস্কোপ দেখে আসে । তাকে কি সঙ্কল্পের খেলা বলা হবে? বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এ হলো অসীম জগতের নাটক যা আবার হুবহু রিপিট হবে । বাবা এসেই এই জ্ঞান প্রদান করেন, কেননা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ । তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । মানুষ তো লক্ষ বছরের আয়ু লিখে দিয়েছে । বাবা বলেন, সৃষ্টির আয়ু এতো হতেই পারে না । বায়োস্কোপ যদি লক্ষ বছরের হয়, তাহলে কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই তা টিকতে পারবে না । তোমরা তো সম্পূর্ণ বর্ণনা করো । লক্ষ বছরের কথা কিভাবে বর্ণনা করবে । তাই সে সব হলো ভক্তিমার্গের কথা । তোমরাই ভক্তিমার্গে পার্ট প্লে করে এসেছো । নানান দুঃখ ভোগ করে করে এখন অন্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছো । সম্পূর্ণ বৃক্ষের এখন জর্জরিভূত অবস্থা । এখন তোমাদের ওখানে ফিরে যেতে হবে । তাই নিজেদের হাল্কা করো । ইনিও তো নিজেকে হাল্কা করে দিয়েছেন, তাই না । তাই সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায় । না হলে সন্তান, অর্থ, ব্যবসা, ক্রেতা, রাজা এবং রাজসম্পদ সবই স্মরণে আসবে । এইসব কাজ যখন ছেড়েই দিয়েছো তখন স্মরণে কেন আসবে? এখানে তো সবকিছুই ভুলে যেতে হবে । এ'সব ভুলে ঘর আর রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে । শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । শান্তিধাম থেকে আমাদের আবার এখানে আসতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, একেই যোগ অগ্নি বলা হয় । এ তো রাজযোগ, তাই না । তোমরা হলে রাজঋষি । পবিত্রকেই ঋষি বলা হয় । তোমরা পবিত্র হও এই রাজত্ব পাওয়ার জন্য । বাবাই তোমাদের সব সত্য বলেন । তোমরাও বুঝতে পারো যে, এ হলো নাটক । সব অ্যাক্টরকেই অবশ্যই এখানে থাকা উচিত । এরপর বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । এ হলো ঈশ্বরের বরযাত্রী, তাই না । ওখানে বাবা আর বাচ্চারা থাকে, তারপর এখানে আসে পার্ট প্লে করতে । বাবা তো সর্বদাই ওখানে থাকেন । আমাকে সবাই দুঃখের সময়ই স্মরণ করে । ওখানে আমি কি করবো । তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামে পাঠিয়ে দিই বাকি আর কি চাই । তোমরা সুখধামে ছিলে, বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে ছিলো, তারপর নম্বর অনুযায়ী আসতে হয় । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন আর গাফিলতি কোরো না । তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । বাবা বলেন, ড্রামা অনুসারে এই পার্টও প্লে হয়ে চলেছে । ড্রামা অনুসারে তোমাদের জন্যই আমি প্রতি কল্পে - কল্পে আসি । নতুন দুনিয়াতে এখন যেতে হবে, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখন এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ পুরানো, জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে হাল্কা করে নিতে হবে । বুদ্ধির সাহায্যে এখানকার সবকিছুই ভুলে যেতে হবে ।

২) অনাদি এই ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে কোনো পার্টধারীর নিন্দা করা উচিত নয় । ড্রামার রহস্যকে বুঝে বিশ্বের মালিক হতে হবে ।

বরদানঃ- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা আত্ম শক্তির উড়ানকে তীব্র গতি করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব

সায়েন্সের সাধনের গতিবেগকে সায়েন্সের দ্বারা কাট্ (cut) করতেও পারা যায়, ধরতেও পারা যায়। কিন্তু আত্মার গতিকে এখনও পর্যন্ত না কেউ ধরতে পেরেছে আর না কেউ ধরতে পারবে, এতে সায়েন্সও নিজেকে ফেল মনে করে। যেখানে সায়েন্স ফেল সেখানে সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা যেটা চাও সেটা করতে পারো। তাই আত্মশক্তির উড়ান তীব্র গতিতে করো, এই শক্তির দ্বারা স্ব-পরিবর্তন বা কারোর বৃত্তির পরিবর্তন, বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন করে বিশ্বের পরিবর্তক হতে পারো। তীব্রতার লক্ষণ হলো - চিন্তা করলে আর কাজ হয়ে গেল।

স্লোগানঃ- শিক্ষা প্রদাতার সাথে দয়াবান হয়ে সহযোগী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;